

💵 শারহুল আক্ষীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৪. তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই (وَلَا إِلَهُ غَيْرُهُ) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহল্লাহ)

লা ইলাহা ইল্লালাহ (আ ১ আ ১ আ ১) এর ব্যাখ্যা

নাহু শাস্ত্রবিদদের মতে لا اله اله اله اله اله শাস্ত্রবিদদের মতে থবর উহ্য রয়েছে। তারা বলেছেন, মূল বাক্যটি হলো এ রকম, الوجود الا الله في الوجود اله الله ناله في الوجود اله الله (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদের অস্তিত্ব নেই"।[1]

কিন্তু নাহুবিদদের এ কথার উপর মুন্তাখাব গ্রন্থকার আপত্তি করেছেন। যে যুক্তিতে তিনি নাহুবিদদের প্রতিবাদ করেছেন তা হলো, তাদের কথা অনুসারে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল ইলাহ্র অন্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নাকচ হয়ে যায়। আর এটি জানা কথা যে, আল্লাহ তাওলার তাওহীদ সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাতিল মাবুদের অন্তিত্ব নাকচ করার চেয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদের হাকীকত ও মাহিয়াত (প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাবের) নেই, এ কথা বলাই অধিক শক্তিশালী। সুতরাং এখানে বাক্যটিকে প্রকাশ্য অবস্থায় রেখে দেয়া এবং উহ্য কিছু নির্ধারণ না করাই উত্তম।

আবু আবুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবীল ফযল আল-মুরসী 'রাইয়ুযে যামআন' নামক কিতাবে মুন্তাখাব গ্রন্থকারের জবাবে বলেছেন, যারা আরবদের ভাষা সম্পর্কে অবগত নয়, সে কেবল এখানে খবর উহ্য থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারে। কেননা নাহুবিদদের ইমাম সিবওয়াইয়ের মতে এখানে এ! শব্দটি মুবতাদার স্থানে রয়েছে। অন্যদের মতে এ! শব্দটি পু এর ইসম। উভয় অবস্থাতেই এখানে মুবতাদার খবর থাকা জরুরী। আর মুন্তাখাব গ্রন্থকার খবর উহ্য মানার প্রয়োজন নেই বলে যেই কথা বলেছেন, তা ভুল। আর মুন্তাখাব গ্রন্থকারের কথা, খবর উহ্য না মানলে স্রষ্টার মাহিয়াতের (প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাবের) নাকচ হয়, এর কোন ভিত্তি নেই। কেননা মাহিয়াতের নাকচ করা আর অস্তিত্বের নাকচ করা একই কথা। অস্তিত্ব ছাড়া কোন মাহিয়াতের কল্পনাই করা যায় না।

সুতরাং মাহিয়াত ও উজুদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটিই আহলে সুন্নাতের মাযহাব। মুতাযেলারা এতে মতভেদ করেছে। তারা অস্তিত্ব ছাড়াই মাহিয়াত সাব্যস্ত করে থাকে।

আ র'। শব্দটি বা র' থেকে বদল হিসাবে মারফু হয়েছে। এটি র এর খবর নয় এবং মুবতাদারও খবর নয়। আবু আব্দুল্লাহ আল-মুরসী এ কথার পক্ষে দলীল-প্রমাণও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রহিমাহল্লাহ বলেন, এখানে আাগু বাগু এর ইরাব বর্ণনা করা অর্থাৎ ব্যাকরণগত বিশেল্লষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো এখানে প্রকৃত তাওহীদ বর্ণনা করা এবং খবর উহ্য মানার ব্যাপারে নাহুবিদদের উপর আরোপিত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা। সে সঙ্গে আরো সাব্যস্ত করা যে, যারা বলে মুতাযেলারাই নাহুবিদদের উপর অভিযোগটি উত্থাপন করেছে, তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল।[2]

মুস্তাখাব গ্রন্থকার বলেন, ইলাহর অস্তিত্ব নাকচ করার ক্ষেত্রে নাহুবিদগণের কথা শর্তযুক্ত নয়। কেননা অস্তিত্বহীনতা



কোন জিনিসের বিশেষণ হতে পারে ना। আল্লাহ তা আলা যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

ফুটনোট

[1]. শাইখ আব্দুল আযীয় বিন বায় রহিমাহুল্লাহ এ স্থানে সুন্দর একটি টিকা লিখেছেন। তিনি বলেন, এখানে এ । এর পরে খবর উহ্য না থাকাই উত্তম বলে মুন্তাখাব গ্রন্থকার যে মন্তব্য করেছেন, তা ভালো মন্তব্য নয়। অনুরূপ এখানে নাহুবিদগণ যে موجود শব্দটিকে উহ্য খবর নির্ধারণ করেছেন তাও সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য মাবুদের সংখ্যা প্রচুর এবং সেগুলোর অন্তিত্ব রয়েছে। موجود কিংবা উজুদ শব্দকে উহ্য খবর মানলে কালেমায়ে তাওহীদ দ্বারা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা আলাই ইবাদত সাব্যস্ত করা এবং তার ইবাদত ছাড়া অন্যসব মাবুদের ইবাদত বাতিল করার উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। তখন কেউ এ আপত্তি করতে পারে যে, তোমরা কিভাবে এ কথা বলো যে, গো া এ । গুলি হয় না। তখন কেউ এ আপত্তি করতে পারে যে, তোমরা কিভাবে এ কথা বলো যে, গো া শুনিকদের অনেক মাবুদ থাকার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা আলা সুরা হুদের ১০১ নং আয়াতে বলেন,

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ

"আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেল তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের যেসব মাবুদকে ডাকতো তারা তাদের কোনো কাজে লাগলো না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন উপকার করতে পারলো না"। আল্লাহ তাআলা সূরা আহকাফের ২৮ নং আয়াতে আরো বলেন,

فَلَوْلَا نَصِرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব বস্তুকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো,



তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এটা ছিল তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণাম, যা তারা গড়ে নিয়েছিল'। আর আমরা বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া আরো অনেক মাবুদের ইবাদত হতে দেখেছি। এক শ্রেণীর মুসলিম আব্দুল কাদের জিলানী, সাইয়েদে বদবী, হুসাইন, আলী, যাইনাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমসহ অন্যান্য অলী-আওলীয়ার ইবাদত করে যাচ্ছে। মিশর, সিরিয়া ইরাক, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি মাযারেই চলছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত।

সুতরাং এ আপত্তি হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য, কালেমায়ে তাওহীদের মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য এবং কালেমায়ে তাওহীদ দ্বারা মুশরিকদের সমস্ত মাবুদ ও আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদতকে বাতিল করার জন্য এয় ধ এর পরে একটি উহ্য খবর নির্ধারণ করা জরুরী। আর নাহুবিদগণ যে موجود শব্দটিকে উহ্য খবর মেনেছেন, তাতে এ মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। তাই এখানে ভ্রত শব্দটি উহ্য খবর হিসাবে নির্ধারণ করে এভাবে বলতে হবে لا إله حق শব্দটি উহ্য খবর হিসাবে নির্ধারণ করে এভাবে বলতে হবে لا إله الله والله والله

হক শব্দটি উহ্য মানার পক্ষে কুরআনেরও একাধিক দলীল রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা লুকমানের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

'এসব কিছু এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর আল্লাহই সুউচ্চ ও সুমহান'।

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন যে, তিনিই সত্য মাবুদ আর লোকেরা তাকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে আহবান করছে, তা সবই বাতিল। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যেসমস্ত মাবুদের উপাসনা করা হয়, তা সবই বাতিল। তারা মানুষদের মধ্য থেকে হোক, ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হোক, জিনদের মধ্য থেকে হোক কিংবা অন্যসব সৃষ্টির মধ্য থেকে হোক।



أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

'সে কি বহু মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (সূরা সোয়াদঃ ৫) তারা আরো বলেছিল, أَئِنًا لَتَارِكُوا اللهَ "আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করবো? (সূরা সাক্ষাত: ৩৬) এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা করি এই বর্ণনার মাধ্যমেই কালেমাতুত্ তাওহীদ لا إله إلاالله বর্ণনার মাধ্যমেই কালেমাতুত্ তাওহীদ لا إله إلاالله বর্ণনার হলো। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।

যারা এভাবে বাক্যটির উহ্য রূপ নির্ধারণ করে থাকেন, তাদের কথা দ্বারা বড়জোর আল্লাহর তাওহীদ থেকে শুধু তার অস্তিত্ব এবং উহার আনুসাঙ্গিক বিষয়াদিই সাব্যস্ত করা যাচ্ছে।

কালামশাস্ত্রবিদদের আরেকদল এবং সুরীদের কিছু লোক অন্য একটি উহ্য খবর মেনেছেন। তারা বলেছেন, এখানে উহ্য বাক্যটি হবে এরূপ, اله خالق إلا الله "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য স্রষ্টা নেই" অথবা তারা এরূপ বলেছেন, এখা খে কান্য গ্রামান ক্রিয়া প্রামান ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রেয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্

এমনি যারা حق শব্দটি উহ্য না মেনে সাধারণভাবে অন্যান্য মাবুদের উলুহীয়াত সাব্যস্ত করার জন্য শুধু يا ياله إله إله الله যথেষ্ট মনে করে ভাষাগত দিক মূল্যায়নে তাদের কথাও সঠিক নয়। কেননা তা দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ পূর্ণ



হয়না। ঐদিকে কালামশাস্ত্রবিদদের ব্যাখ্যা, থা। پاله আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, পরিচালক-ব্যবস্থাপক অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই" -এটিও ঠিক নয়। কারণ কালেমাতুত তাওহীদ দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রুবুবীয়াত নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রুবুবীয়াত নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রুবুবীয়াত না থাকার কথা মুশরিকরাও স্বীকার করতো। তারা বলতো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব অর্থাৎ স্রষ্টা ও রিযিক দাতা নেই। মুশরিকরা যে আল্লাহর রুবুবীয়াত মানতো, কুরআন মজীদে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

'এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। (সূরা লুকমান: ২৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَيِّتِ مَنْ يُرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো, তারপরও কি ভয় করবে না?' (সুরা ইউনুস: ৩১)

সুতরাং মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়াও অন্যান্য যেসব মাবুদের ইবাদত করতো, কালেমাতুত তাওহীদের মাধ্যমে তা নাকচ করা উদ্দেশ্য। এ জন্যই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাদের দাওয়াতের প্রথম মূলনীতি ছিল এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহবান জানানো। এ বিষয়েই নাবী-রসূলদের সাথে তাদের কাওমের লোকদের দ্বন্দ হয়েছিল। আমাদের নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মূল বিরোধটিও এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। কুরআন কঠোর ভাষায় তাদের প্রতিবাদ করেছে এবং কালেমাতুত তাওহীদের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এা খা খা এ বাক্যের মধ্যে এা খ এর পরে ক্রন্দ উহ্য না মানলে তা দ্বারা প্রকৃত তাওহীদ সাব্যস্ত হয় না এবং যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাও সাব্যস্ত হয় না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8876

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন